বাংলাদেশ সীমান্তে পুশইন বন্ধের আহ্বান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের

ছবি: সংগৃহীত

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কথিত ‘পুশইন’ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি বলেছে, কোনো ধরনের আইনি বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগ মানবাধিকারের জন্য উদ্বেগজনক। একই সঙ্গে তারা এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, সীমান্তে পাঠানো ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা এবং পাল্টা প্রতিরোধের কারণে অনেক পরিবার দুই দেশের মধ্যবর্তী শূন্যরেখায় আটকা পড়ে মানবেতর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী জুন মাসের শুরু থেকে শিশুসহ দুই শতাধিক মানুষকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর অন্তত ২১টি চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়দের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রাতের অন্ধকারে একাধিকবার সীমান্ত দিয়ে লোকজন পাঠানোর চেষ্টা দেখা গেছে।

সংস্থাটি উল্লেখ করে, পঞ্চগড়ে গত ৫ জুন শিশুসহ ১০ জনকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা দীর্ঘ সময় শূন্যরেখায় অবস্থান করতে বাধ্য হন। এতে মানবিক সংকট আরও বেড়েছে বলে মত দেওয়া হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, সীমান্তে পরিবারগুলোকে আটকে রাখা বা জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি নাগরিকত্ব যাচাইসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাধানে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার আহ্বান জানান।

সংস্থাটির মতে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নাগরিকত্বসংক্রান্ত বিতর্কের জেরে অনেক মানুষ অনিশ্চয়তা, আটক এবং বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়ছেন। তাদের দাবি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে কোনো মানুষের মৌলিক মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।